দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ভর্তি পরীক্ষা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাতিল করছে না?

ক' দিন আগের সংবাদ। এক সরকারী তথ্য বিবরণীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, স্নাতক কলেজ এবং ঢাকা মহানগরীর অধ্যক্ষদের উপস্থিতিতে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্তটি কিছু আপত্তি সত্ত্বেও স্বাগত জানিয়েছেন অনেকেই।

আপত্তি হলো দেশের পাবলিক পরীক্ষা ত্রুটিমুক্ত নয়। সবগুলো বোর্ডে একই প্রশ্নের অধীনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না। অথবা

আফরোজা পারভীন বানু

একটি বোর্ডের অধীনে সবাই পরীক্ষা দেয় না। স্থানভেদেও পরীক্ষার ফলে তারতম্য দেখা যায়। নম্বর প্রাপ্তিতেও আছে বৈষম্য। কোন কোন বোর্ড খুব উদার, কোন কোন বোর্ড নম্বর দিতে বেশ কার্পণ্য করে থাকে। এই যখন পরীক্ষা ও ফলের হাল-হকিকত, তখন পাবলিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারটি দুর্নীতিমুক্ত হবে? হবে প্রকৃত মেধাবীদের স্থান?

অন্যদিক থেকে ভাবলে এই পদ্ধতিকে আবার স্বাগত জানানো যায়। কোচিং সেন্টারগুলো কোটি কোটি টাকার যে নয়-ছয় করছে তা এতে বন্ধ হবে। হয়রানি কমবে অভিভাবক ও ভর্তিচ্ছুদের। অর্থের বিপুল অপচয় থেকে রক্ষা পাবে দেশ। কোচিং সেন্টারগুলো কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের ন্যক্কারজনক ঘটনাও ঘটবে না। স্বল্পমেয়াদী কোচিংয়ের বদলে দীর্ঘমেয়াদী বিষয়ভিত্তিক কোচিং ছাত্রছাত্রীর বিষয়জ্ঞান বাড়াবে। সারা জীবন সেই জ্ঞান কাজে লাগবে। এ সবাই ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ হবার ইতিবাচক দিক। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত এবং এই ইতিবাচকতা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য বলেছেন, ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল থাকবে। কোচিং নির্ভরতা কমিয়ে আনার জন্য ভর্তি পদ্ধতিতে ঘটানো হবে পরিবর্তন।

এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার একটি ইংরেজী দৈনিকে, গত ১৫ সেপ্টেম্বর "DU plans modification Admission test system to stay" এই শিরোনামে। খবরটি পড়ে আমার যা মনে হলো তাতে বোঝা গেল সাংবাদিকদের কাছে তিনি কোন নতুন কথা বলেননি। তাঁর বক্তব্য হলো প্রশ্নের কয়েকটি সেট থাকবে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা দুর্নীতি বা অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে। নতুন এই প্রশ্নের ধরন হবে "অবজেকটিভ" বা নৈর্ব্যক্তিক। উত্তর দেবার সময়সীমাতেও পরিবর্তন আনা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ।

উপাচার্য আরও বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কোন্ পদ্ধতি সে গ্রহণ করবে তার নিজস্ব অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়টি সংরক্ষণ করে। উপাচার্যের এই অধিকার সংরক্ষণের নামে যা বোঝা গেল তা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি তুলে দিচ্ছে না। তারা পূর্বতন ব্যবস্থায় লোক দেখানো পরিবর্তন আনছে মাত্র। উপাচার্য কয়েক সেট প্রশ্নের যে কথা বলেছেন, তা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। কিন্তু তার পরও গত বছর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়, যেমন হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । অবজেকটিভ বা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ধরনটিও চালু আছে। মেডিক্যাল, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে এই পদ্ধতি যে বর্তমান পদ্ধতিতে কোন গুণগত পরিবর্তন আনবেনা সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়। বরং কোচিং দৌরাত্ম্য এতে আরও বাড়বে। যদিও উপাচার্য কোচিং পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের উৎসাহিত করলেন নৈর্ব্যক্তিক ধরনের প্রশ্ন করা হবে বলে। কোচিং সেন্টারগুলোর কাছে এই পদ্ধতি হবে নিঃসন্দেহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মসমর্পণের নামান্তর। ব্যাপারটি কি মাননীয় উপাচার্য ভেবে দেখেছেন?

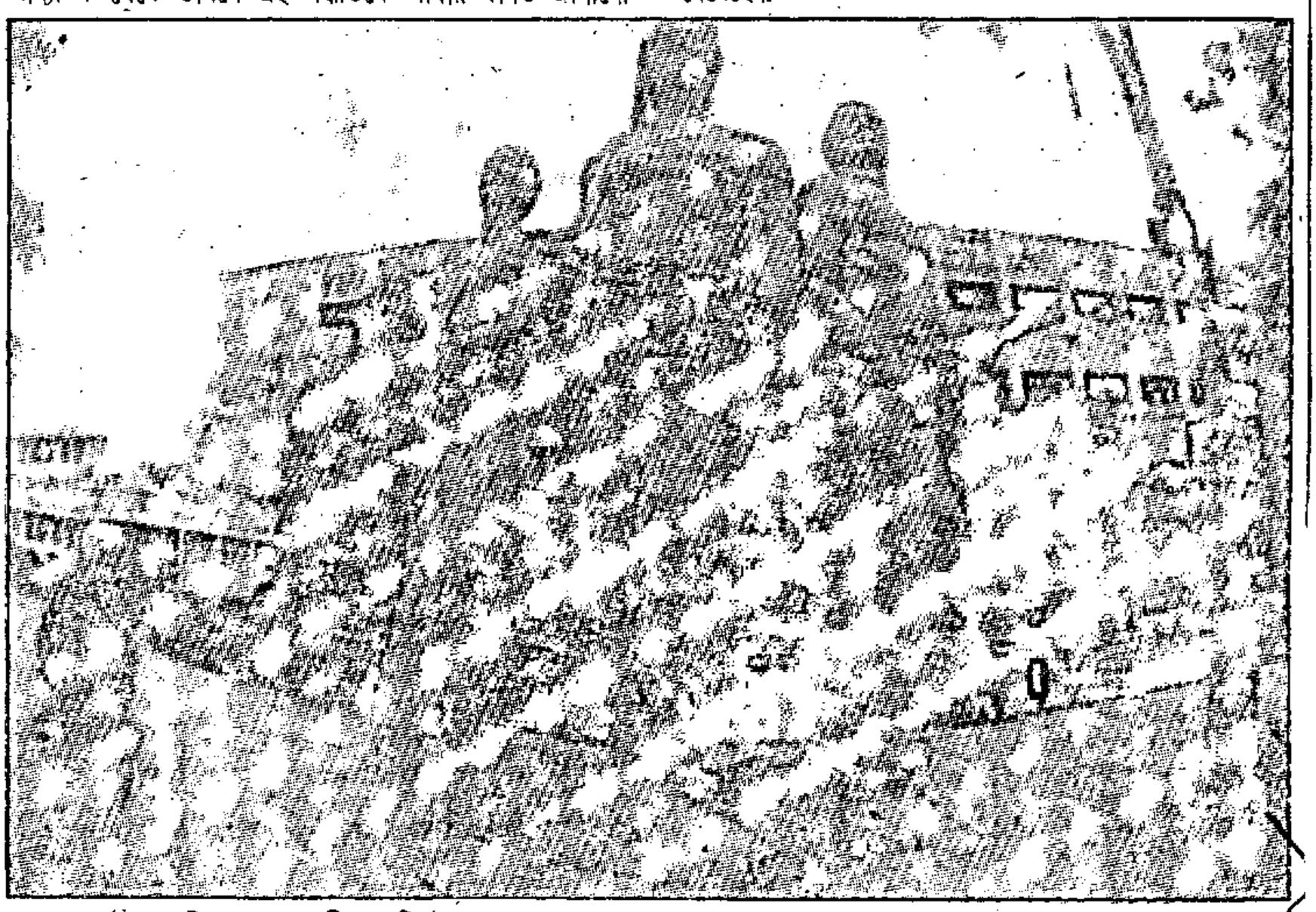

ভর্তি পরীক্ষা বিলোপের প্রাক্‌মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের এই মন্তব্য অন্য একটা জটিলতাও তৈরি করল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তি পরীক্ষা বিলোপের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিল, তাতে সেই উদ্যোগ সম্পূর্ণ ভেস্তে যাবে। কারণ দেশের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় যদি নতুন পদ্ধতি না মানে তা হলে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় তা মানবে না। মানলেও তা হবে গুরুত্বহীন একটা ব্যাপার। কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ হয়ে যাবার যে চাপের মুখে আছে এখন, তা থেকে তারা উপাচার্যের এই মন্তব্যের কারণে রক্ষা পাবার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যাবে।

আমাদের মনে তাই প্রশ্ন, কেন মাননীয় উপাচার্য এই আগাম মন্তব্য করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কাছে? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তটি শুধুই কাগুজে বাঘ মাত্র? লোক দেখানো ঘোষণা? পালিত হবে না? এতে যে বিভ্রান্তি বাড়ল তার দায় কে নেবে? শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কি ভর্তি পরীক্ষা বিলোপ সম্পর্কে কোন ঐকমত্য হয়নি? মাননীয় শিক্ষা সচিব বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করি আপনারা এ ব্যাপারে দেশবাসীকে আবারও স্পষ্ট করুন। জাতিকে বিভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখবেন না।